বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা আয়োজিত লেখক সম্মেলনের রিপোর্ট

তারিখ: ১৪ জানুয়ারি,২০১৮ ,বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ,কলকাতা ,সকাল ১ওটা-বিকেল ৪টা

১৪ জানুয়ারি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাঘরে (কলকাতা)বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার ১৫ তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে এক বিজ্ঞান লেখক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় । এই উপলক্ষে পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা সভাপতি ড. গোপাল কষ্ণ গাঙ্গুলি প্রকাশ করএন। সম্মেলনে বি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের লেখিকা সুমিত্রাচৌধুরী বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথ বসুর বিজ্ঞান ভাবনা ও বিজ্ঞান লিখন শৈলি নিয়ে আলোকপাত করেন ।

সম্মেলনে পত্রিকার সম্পাদক তাপস মজুমদার বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার১৫তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত লেখক সম্মেলনে উপস্থিত সকল বিদগ্ধ লেখক ও গুণিজনকে পত্রিকার পক্ষ থেকে পত্রিকার সম্পাদক স্বাগত জানান । বিভিন্ন কাজকে পাশে রেখে আপনারা আমাদের সময় দিয়েছেন -তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ।

২০০৩ এর জানুয়ারি মাসে বিজ্ঞান অন্বেষক এর প্রথম প্রকাশ। উদ্দেশ্য-ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলের মধ্যে বিজ্ঞানের যুক্তি চেতনার উদ্‌ঘাটন । পরিবেশ ও সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে সম্পর্ক বর্তমান - তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেরানো ।পত্রিকাটি দ্বিমাসিক। ৮ পাতার পত্রিকাটির মূল্য ছিল১ টাকা। ২০১০ সালে মূল্য হয়২টাকা। এরপর ২০১৭ সালে নব কলেবরে ১৬ পাতার পত্রিকাটি করা হয়েছে। ছবি সহ পত্রিকাটিকে আরও অনেক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। এখন মূল্য ৫টাকা । শুরুর দিন থেকেই নিরবিচ্ছিন্ন এর প্রকাশ ঘটেছে। টি.ভি.-কমপিউটার-মোবাইল- ইন্টারনেটের দাপুটে সময়ে অনেক পত্র- পত্রিকাই যেখানে পাঠকের অভাবে নিয়মিত প্রকাশ বন্ধ কিংবা একেবারে বন্ধ হয়েছে। সেখানে বিজ্ঞান অন্বেষক কয়েক হাজার পাঠক ধরে রেখেছে । এই ভাবে পাঠকেরা আমদের নিরন্তর অনুপ্রেরণা দিচ্ছে । যদিও পত্রিকাটির প্রকাশ , প্রচার ও বিত্রয়ে জয়দেব দের একটি বড় ভূমিকা আছে । এছাড়া ধারাবাহিক প্রতি সংখ্যার প্রুফ দেখেছেন বিজয় সরকার ।প্রথম দিকের সম্পাদক শিবপ্রসাদ সরদারের সত্রিয়তা পত্রিকাটিকে চালু রেখেছে । সর্বোপরি পঞ্চাশেরও অধিক লেখক-লেখিকার দক্ষ লেখনীই পত্রিকার গুণমান রাখার প্রধান কারণ ।

কিন্তু আমরা চাই যুব সমাজের পাঠ বিমুখতার এই সন্দিক্ষণেও ছোটবড় সকল বিজ্ঞান পত্রিকাগুলিই সজীব থাকুক । প্রচার ও বিত্রয়ের নব নব পদ্ধতি আবিস্কার হোক। প্রসঙ্গক্রমে একটি ভাবনা-সকল বিজ্ঞান লেখদের কাছে সনিবন্ধ অনুরোধ বা আবদার-পাঁচ পাঁচ প্রতি মাস। অর্থাৎ প্রতি মাসে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকা কিনুন ও পড়ুন এবং অবশ্যই পাঁচটি বিজ্ঞান পত্রিকা বিক্রি করুন। আপাতদৃষ্টিতে বিক্রয়ের দিকটি অসম্ভব মনে হলেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বিক্রির সম্ভবতাই দেখেছি । পরিসংখ্যান গতভাবে দশজনের মধ্যে পত্রিকা উপস্থাপন করলে অন্তত পাঁচ জন সাড়া দিয়েছেন ।

আরেকটি ভাবনা-বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়গুলিকে কিভাবে সহজ সরল আকর্ষণীয় করে তুলবো ? কি সেই লিখন শৈলি হবে যেখানে পাঠককে চুম্বকের মত বিষয়বস্তুর দিকে টেনে নেবে ? এই দিকে লক্ষ্য রেখেই আজকের আলোচনার বিষয়-'জনপ্রিয় বিজ্ঞানের লিখন শৈলি । এই বিষয়ে ১৫ জন লেখক তাদের অভিজ্ঞতা চিন্তা তাদের বক্তব্যে উপস্থাপিত করবেন । আমরা সমৃদ্ধ হব। আলোচনা দুটি পর্যায়ে হবে। প্রথম পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত তরুনতর লেখকরা থাকবেন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা পাবো বহু অভিজ্ঞ ,বহু বইয়ের স্রষ্টাদের ।

আশা করব, আলোচনা শেষে নতুন সৃষ্টি চিন্তায় আমরা সমৃদ্ধ হবো। সকলের মধ্যে বিজ্ঞান চিন্তা চেতনার অগ্রগতি কামনা করেন । ।

বিজ্ঞান লিখন শৈলি নিয়ে ২টি পর্যায়ে প্রায় ৪ ঘন্টা আলোচনা হয় । ২০জন বিজ্ঞান লেখক এই আলোচনায় তাদের নিজস্ব মতামত রাখেন ।
সম্রাট সরকার পযরবেক্ষণ ভিত্তিক বিষয়ের উপর খুব বেশি জোর দেওয়ার কথা বলেন ।সহজ বোকিন্তু আমরা চাই যুব সমাজের পাঠ বিমুখতার এই সন্দিক্ষণেও ছোটবড় সকল বিজ্ঞান পত্রিকাগুলিই সজীব থাকুক । প্রচার ও বিত্রয়ের নব নব পদ্ধতি আবিস্কার হোক। প্রসঙ্গক্রমে একটি ভাবনা-সকল বিজ্ঞান লেখদের কাছে সনিবন্ধ অনুরোধ বা আবদার-পাঁচ পাঁচ প্রতি মাস। অর্থাৎ প্রতি মাসে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকা কিনুন ও পড়ুন এবং অবশ্যই পাঁচটি বিজ্ঞান পত্রিকা বিক্রি করুন। আপাতদৃষ্টিতে বিক্রয়ের দিকটি অসম্ভব মনে হলেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বিক্রির সম্ভবতাই দেখেছি । পরিসংখ্যান গতভাবে দশজনের মধ্যে পত্রিকা উপস্থাপন করলে অন্তত পাঁচ জন সাড়া দিয়েছেন ।

আরেকটি ভাবনা-বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়গুলিকে কিভাবে সহজ সরল আকর্ষণীয় করে তুলবো ? কি সেই লিখন শৈলি হবে যেখানে পাঠককে চুম্বকের মত বিষয়বস্তুর দিকে টেনে নেবে ? এই দিকে লক্ষ্য রেখেই আজকের আলোচনার বিষয়-'জনপ্রিয় বিজ্ঞানের লিখন শৈলি । এই বিষয়ে ১৫ জন লেখক তাদের অভিজ্ঞতা চিন্তা তাদের বক্তব্যে উপস্থাপিত করবেন । আমরা সমৃদ্ধ হব। আলোচনা দুটি পর্যায়ে হবে। প্রথম পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত তরুনতর লেখকরা থাকবেন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা পাবো বহু অভিজ্ঞ ,বহু বইয়ের স্রষ্টাদের । আশা করব, আলোচনা শেষে নতুন সৃষ্টি চিন্তায় আমরা সমৃদ্ধ হবো। সকলের মধ্যে বিজ্ঞান চিন্তা চেতনার অগ্রগতি কামন করি ।

সম্রাট সরকার পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক লেখার উপর বেশি জোর দেন । তিনি মানুষের কাজে লাগে এমন লেখা সহজ ভাষায় ও ছবি সহ লেখার উপর গুরুত্ব দেন । রাজদীপ ভট্টাচার্য ,অঙ্কিতা সেনগুপ্ত , জগন্ময় মজুমদার প্রমুখরা বলেন প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব ভাষা বুঝে সহজ ভাবে পাটকদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে ।
প্রদিপ বসু ,অনিদ্য দে , নির্মাল্য দাশগুপ্ত, সিদ্ধার্থ জোয়ারদার, অমিতাভ চক্রবর্তী , তপন সাহা ,প্রমুখ লেখকরা প্রত্যেকেই নিজস্ব লিখন শৈলি নিয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন ।
২য় প্রর্যায়ে প্রদীপ দত্ত , সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় , প্রদীপ মজুমদার , কমল বিকাশ বন্দোপাধ্যায় , মানস প্রতীম দাস, অপরাজিত বসু , যুধাজিত দাশগুপ্ত, ডা. ভবানী প্রসাদ সাহু পমুখ বিশিষ্ট লেখকরা জানান বিজ্ঞান চর্চায় ইদানিং অপ বিজ্ঞান ,কুসংস্কারের প্রভাব বাড়ছে। তাই বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার খুব জরুরী ।

সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন উত্তর বঙ্গের কোচবিহার থেকে বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের কর্মীরা উপসদিত ছিলেন । সম্মেলনে বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকা ও বইএর স্টলের আয়োজন করা হয়েছিল ।

সভাশেষে সভাপতি ড. গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলি ও চন্দন রায় সকলকে দন্য বাদ জ্ঞাপন করেন ।

প্রতিবেদক জয়দেব দে